বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে

ওযূ-গোসল

দলীলভিত্তিক ওযূ-গোসল, তায়াম্মুম, মাসেহ,
হায়েয-নিফাস ও নাপাকিসহ পবিত্রতা সংক্রান্ত
অতি প্রয়োজনীয় মাসাইল সংকলন

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা

পরিমার্জনে

ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচডি (আকীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আল-ফিক্‌হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰـى رَسُوْلِ اللهِ

আমাদের পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে একদল লোকের প্রশংসা করে কুরআন কারীমে বলেছেন, "এমন একশ্রেণীর লোক আছে, যারা পবিত্র থাকতে পছন্দ করে।" [সূরা ৯; তাওবা ১০৮]

পক্ষান্তরে, অপবিত্রতা বা নাপাকি কী তা এক বিপুল জনগোষ্ঠী অবগত নয়। বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ের জ্ঞান থেকে বহু দূরে। আর তাদের সংখ্যা আনুমানিক নব্বই শতাংশেরও বেশি হতে পারে। তাছাড়া যারা মাদরাসা পড়ুয়া, তাদের বিদ্যাপিঠেও এ বিষয়ের সিলেবাস পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট বলা যায় না।

এ হলো লেখাপড়া জানা লোকদের ওযূ-গোসল ও পাক-নাপাকি সম্পর্কিত জ্ঞানের দৈন্যতার পরিচয়। তাছাড়া ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের অবস্থাতো আরো করুণ। পাক-নাপাকি অধ্যায়ে এমন মাসআলা আছে, যা লজ্জাজনক অথচ অতীব জরুরি। লজ্জার কারণে যদি এসব আবশ্যকীয় ইলম থেকে মেয়েরা অনবহিত থাকে তাহলে তারা দিন-রাত সর্বক্ষণই অপবিত্র থেকে যেতে পারে। আর নাপাক অবস্থায় নামাযসহ অনেক ইবাদতই কবুল হয় না, এটা অন্তত আমরা সকলেই জানি।

মেয়েদের জন্য আরেকটি সমস্যা হলো যে, তাদের পাক-নাপাকীয় বিষয়গুলো না তাদের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করতে পারে, না তাদের পিতামাতা বা কোনো আলেমকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। অনেকের স্বামীরাও এগুলো সহীহ-শুদ্ধভাবে জানে না। ফলে তাদের পবিত্র জীবনযাপন বড়ই করুণ। তাদের ইবাদতের অবস্থাটাকে

একেবারে বিপর্যস্ত বলা যায়। কখন সে নাপাক হয়, কিভাবে আবার পবিত্র হবে, কার কাছ থেকে এগুলো জেনে নিবে? এ হলো একটি বিরাট সমস্যা।

এটা হলো লেখাপড়া জানা লোকদের অবস্থা। আর যারা নিরক্ষর বা দীনী প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেনি তারা অজ্ঞতার বেড়াজালে কতোটা নাজেহাল অবস্থায় আছে, তা ভেবেই এ বইটি প্রণয়নে হাত দিলাম।

বইটিতে ওযূ-গোসল থেকে শুরু করে হায়েয নিফাস পর্যন্ত মোট ১০টি বিষয় দশটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ে পাক-নাপাকি ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করেছি।

স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের বইয়ের প্রধান টার্গেট বিধায় ভাষাকে সাবলীল ও সহজ করার চেষ্টা করেছি। সাধ্যমতো দলীল প্রদান করেছি। দীর্ঘ দিনের চলে আসা প্রচলিত ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেছি। দলীলবিহীন ভিত্তিহীন কিছু আমল আমাদের মাঝে চালু আছে– এগুলোও আলোকপাত করেছি।

এসব বিচার-বিশ্লেষণে আমার আবার ভুল হয়ে যায় কি-না, আমি আবার গোনাহগার হয়ে যাই কি-না সেজন্য দেশে ও বিদেশে এমনকি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত আলেম এবং ফকীহগণের সহায়তা নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডক্টরদের সাথে সরাসরি কথা বলেছি, মতবিনিময় করেছি, সাক্ষাৎ করেছি, পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে সংশোধন করে নিয়েছি। অনেক সূক্ষ্ম মাস'আলায় সহায়তা করেছেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ এনটিভি'র ইসলামিক অনুষ্ঠানের প্রশ্নের উত্তরদাতা ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ মাদানী। স্বল্প পরিসরে সর্বাধিক ও বিশুদ্ধ তথ্য প্রদানের চেষ্টা করেছি। অনেক বিজ্ঞ আলেম-উলামার সহযোগিতা নিয়ে নয় মাস মেহনত করে বইটিকে দলীলভিত্তিক করার জন্য সূরার নাম ও আয়াতের নাম্বার প্রদান এবং হাদীস গ্রন্থের নামোল্লেখসহ হাদীসের নাম্বার প্রদান করেছি, প্রায় প্রতিটি

মাস'আলার ক্ষেত্রে। যেসব মাস'আলা দুর্বল হাদীস এবং মওদু' বা বানোয়াট হাদীসের ভিত্তিতে প্রচলিত; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো বাদ দিয়েছি।

সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দিয়েছি সহীহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাদীসকে, যাতে সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়। আর এটা আমাদের মাযহাবের ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ-সহ সকল ইমামগণের একই কতা।

এতোসব সতর্কতাসত্ত্বেও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি কাছে ধরা পড়ে অথবা নতুন কোনো জরুরি তথ্য সংযোজন প্রয়োজন বলে কেউ মনে করেন, তাহলে আমাকে মোবাইলফোনে বা ইমেইলে জানালে কৃতার্থ হবো।

যারা কমবেশি শ্রম দিয়েছেন, মুসলিম মিল্লাতের খিদমতে যিনি বইটি প্রকাশ করেছেন এবং যারা বইটি পাঠ করছেন ও এর বহুল প্রচারে অবদান রাখছেন, আল্লাহ আমাদের ও তাদের সকলকে এবং পিতামাতাসহ নিজেদের আপনজন সবাইকে দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষমা করুন। এর সাথে উত্তম প্রতিদান দিন! আমীন!

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
সভাপতি, সিরাজ নগর উম্মুল কুরা মাদরাসা
পোঃ রাধাগঞ্জ বাজার, রায়পুরা, নরসিংদী
ফোন ০১৭১১৬৯৬৯০৮।
ই-মেইল noor715bd@gmail.com

উদ্ধৃতি নির্দেশিকা

প্রথমত: কুরআন কারীম থেকে দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে সূরার নাম অতঃপর ডান পাশে আয়াত নাম্বার প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হাদীস থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাম পাশে মূল হাদীসগ্রন্থের নাম ও ডান পাশে হাদীস নাম্বার দেওয়া হয়েছে। আর এ নাম্বার প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি ও প্রকাশনা সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন নাম্বার প্রদান করায় এক প্রকাশনীর সাথে অন্য প্রকাশনীর নাম্বারো কোনো মিল থাকে না। সে জন্য আমরা অনুসরণ করেছি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত 'মাক্‌তাবা শামেলা' থেকে, যা অনুসরণ করে থাকেন আরব দেশসহ সারা বিশ্বের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও পাঠকবৃন্দ। এ নাম্বার অনুসারেই ইন্টারনেটে আপনারা এ হাদীসগুলো খুঁজে পাবেন। এ জন্য বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থগুলোর সাথে উক্ত নাম্বারের একটু গড়মিল হতে পারে বলে আমরা দুঃখিত। তবে তাওহীদ পাবলিকেশন্স– ৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থের সাথে আমার দেওয়া নাম্বারের মিল খুঁজে পাবেন, ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে তাদের প্রকাশিত বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ দেখে নিতে পারেন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ওযূ ও এর পুরস্কার	১৩
ওযূর পদ্ধতি	১৭
ওযূর ফরয	২২
ওযূর সুন্নাত	২৪
ওযূর ভঙ্গের কারণ	২৪
যেসব কাজে ওযূ ভঙ্গ হয় না	২৭
যেসব কাজের পূর্বের ওযূ করা ফরয	২৮
যেসব কাজের জন্য ওযূ করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব	২৯
যেসব কাজ ওযূ ছাড়া করা জায়েয	৩০
নামাযরত অবস্থায় বায়ু বের হয়েছে বলে সন্দেহ হলে	৩১
শরীরের কোনো অঙ্গ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়লে	৩১
কান মাসেহের সময় নতুন পানি নেওয়া	৩১
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর ওযূ থাকবে কি না	৩২
ওযূর অঙ্গে পট্টি বাধা থাকলে	৩২
নখ পালিশ থাকলে	৩২
প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার বেলায় নির্দিষ্ট কোনো দোআ নেই	৩২
ওযূর বিবিধ মাসাইল	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: গোসল	৩৪
গোসল করার নিয়ম	৩৪
গোসলের সংজ্ঞা ও পরিচয়	৩৪
গোসলের ফরয	৩৭
গোসলের সুন্নাত	৩৭
যেসব কাজের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব	৩৮
যেসব কাজের পরে গোসল করা মুস্তাহাব	৪২

প্রথম অধ্যায়

ওযূ ও এর পুরস্কার

ওযূর বদৌলতে বান্দাহ পুরস্কৃত হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾

"হে মুমিনেরা! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও, তখন (তার পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দু'টো কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, অতঃপর মাথা মাসেহ করো এবং উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" [সূরা ৫; মায়িদা ৬]

অর্থাৎ, সালাত আদায়ের পূর্বে ওযূ সম্পন্ন কর। এ হলো ওযূর বিষয়ে কুরআনুল কারীমের নির্দেশ। আর এ ওযূসম্পন্নকারী বান্দাকে আল্লাহ তাআলা কী কী প্রতিদান দেবেন তা বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে। আর তা হলো:

১. ওযূকারীর চেহারা থাকবে উজ্জ্বল, সৌন্দর্যমণ্ডিত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ»

"কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, ওযূর কারণে তখন তাদের হাত, পা ও মুখমণ্ডল ঝকমকে উজ্জ্বল থাকবে।" [সহীহ বুখারী: ১৩৬ ও মুসলিম: ৪৬৭]

২. পূর্বেকার গুনাহ মাফ করা হবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا تُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর মতো (সুন্দর করে) ওযূ করে দু'রাকাআত (তাহিয়্যাতুল ওযূ) নামায আদায় করবে, এর মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা মনে আনবে না, আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের হয়ে যাওয়া সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। [সহীহ বুখারী: ১৬৪]

৩. পরবর্তী সীমিত সময়ের গুনাহও ক্ষমা করে দেওয়া হবে

ইবনে শিহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا»

"যেকোনো ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে, পরবর্তী সালাত আদায় করা পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে (হয়ে যাওয়া) তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী: ১৬০)

ওযূর পদ্ধতি

প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ওযূ করতেন তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করলাম। ক্রমানুসারে এসব কাজের মধ্যে ওযূর ফরয, সুন্নাত, মুস্তাহাব সবই রয়েছে। তবে সর্বাগ্রে মিসওয়াক করে নেওয়া উত্তম।

১. নিয়ত করা

নিজেকে পবিত্র করাই ওযূ করার উদ্দেশ্য, এরূপ সংকল্প করবে। আর অন্তরের এ ইচ্ছাটি এমনভাবে পোষণ করবে যে, এ ওযূর উদ্দেশ্য

হলো, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসটিতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "সকল আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের পরিশুদ্ধতার উপর।"

নিয়ত সহীহ হলে আমলও সহীহ। আর নিয়তে গড়বড় থাকলে আমল কবুল হয় না। তবে মনে রাখতে হবে যে, নিয়ত কখনই মুখে উচ্চারণ করতে হয় না, নাউয়াইতু আন..., বলা লাগে না। কারণ, নিয়ত অর্থই হলো মনের ইচ্ছা বা সংকল্প। এটা অন্তরের কাজ; জিহ্বার কাজ নয়।

২. বিসমিল্লাহ বলা

নিয়তের পরের কাজই হলো 'বিসমিল্লাহ' বলা। আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»

"যার ওযূ নাই তার নামায হবে না, আর যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলেনি তার ওযূ হলো না।" [আবূ দাউদ: ১০১, ইবনে মাজাহ: ৩৯৮]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতেন। [তিরমিযী: ২৪]

৩. হাত ধোয়া

তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করতেন। [বুখারী: ১৬৪, ১৮৫]

হাত ধোয়ার সময় তিনি এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খিলাল করতেন। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ]

আঙুলে আংটি থাকলে সেটা নাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতেন। [দারা কুতনী, ইবনে মাজাহ]

মেয়েদের হাতে-কানে গহনা থাকলে তা নাড়িয়ে সেই স্থানে পানি পৌঁছাতে হবে, যাতে কোনো অংশ শুকনো না থাকে।

৪. কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে ভালোভাবে তিন বার কুলি করবে এবং আবার ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে তিন বার ভালোভাবে নাক ঝেড়ে সাফ করে নিবে। [আহমদ, নাসাঈ]

প্রত্যেক বারই নাকে নতুন করে পানি দিতে হবে। রোযাদার না হলে তিন বারই গড়গড়া করে কুলি করবে। নাক দিয়ে পানি টেনে নিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে।

৫. মুখমণ্ডল ধোয়া

অতঃপর দৈর্ঘ্যে কপালের উপরিভাগের মাথার চুলের নিচু হতে থুতনির নিচে দাড়ির নিম্নাংশ পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত দুই কানের পাশ দিয়ে পূর্ণ মুকমণ্ডল ভালোভাবে তিন বার ধৌত করতে হবে [দেখুন বুখারী: ১৮৫, আবূ দাউদ: ১৪৫]। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ির ভেতরে পানি দিয়ে (আঙুল ঢুকিয়ে) খিলাল করতেন [তিরমিযী, আবূ দাউদ]। মহিলাদের কপালে টিপ থাকলে এটা না সরানো পর্যন্ত ওযূ হবে না।

৬. কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া

এবার ডান হাতে পানি দিয়ে ডান বাহুর উপর গড়িয়ে দিয়ে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের আঙুলের মাথা হতে কনুইর নিচ পর্যন্ত ঘষামাজা করে ধুইবে এবং আঙুল খিলাল করবে। ঠিক এভাবে বাম হাতও কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। [সহীহ বুখারী: ১৬৪, ইবনে খুযাইমা: ১১৮]

৭. মাথা মাসেহ করা

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত ভিজিয়ে একবার মাথা মাসেহ করতেন। মাসেহ করার সময় তিনি দু'হাতের আঙুল এক জায়গায় মিশিয়ে সামনের দিক হতে চুলের উপর দিয়ে পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। আবার পেছন থেকে উভয় হাত

টেনে সেখান থেকে শুরু করেছিলেন আবার সেখানে নিয়ে যেতেন। [সহীহ বুখারী: ১৮৫, মুসলিম: ৪৪৫]

তারপর আবার হাত ভিজিয়ে শাহাদাত আঙুল দু'টি দিয়ে দুই কানের ভেতরের দিকে কানের ভাঁজে ভাঁজে ঘোরাবে এবং দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে দুই কানের পিঠ অর্থাৎ বাইরের অংশ মাসেহ করবে। [আবূ দাউদ: ১২১, ১২৩, নাসাঈ: ৯০]

তবে ঘাড় মাসেহ করবে না। যে রেওয়ায়াতের মাধ্যমে ঘাড় মাসেহ করার কাজটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সেটি সম্পর্কে ইমাম নববী রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, এটি একটি জাল হাদীস, অর্থাৎ মানুষের বানোয়াট কথা। ঘাড় মাসেহ করার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূতে কখনোই ঘাড় মাসেহ করতেন না। তাই আমরাও তা করবো না।

৮. পা ধৌত করা

অতঃপর ডান পায়ের আঙুলের মাথা হতে গোঁড়ালি ও টাখনু পর্যন্ত তিন বার ধৌত করবে, [সহীহ মুসলিম: ৪২৬]। বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল দ্বারা [তিরমিযী, আবূ দাউদ] পায়ের আঙুল খিলাল করবে [মিশকাত: ৪০৬, ৪০৭]। এরপর এ নিয়মেই বাম পা ধৌত করবে।

***

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোসল

গোসলের সংজ্ঞা ও পরিচয়

গোসল (غُسْلٌ) আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো, ধৌত করা।

আর শরী'আতের পরিভাষায় গোসল অর্থ হলো, পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গ ধৌত করা।

গোসলের প্রকারভেদঃ গোসল দুই প্রকার। যথা– ফরয ও সুন্নাত গোসল।

ক. ফরয গোসল বলা হয় ঐ গোসলকে, যা বড় নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য করতে হয়। আর এটা অবশ্য করণীয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾

"তোমরা যখন বড় নাপাক হও তখন গোসল করে পবিত্র হও।" [সূরা ৫; মায়িদা ৬]

খ. সুন্নাত গোসল হলো ঐ গোসল, যা করলে সাওয়াব হয়, কিন্তু না করলে গোনাহ হয় না। এ প্রকার গোসলকে মুস্তাহাব গোসলও বলা হয়।

গোসল করার নিয়ম

গোসলের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে ফরয গোসল করতেন, নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো।

১. নিয়ত করা

প্রথমেই নিয়ত করবে [বুখারীঃ ১]। মনস্থ করবে যে, উক্ত গোসল বড় নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য এবং তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য। নাওয়াইতু আন... বা অন্য কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হয় না।

২. বিসমিল্লাহ বলা

অতঃপর بِسْمِ اللهِ (বিস্‌মিল্লাহ) বলবে। [আবূ দাউদ: ১০১]

৩. হাত ধৌত করা

শুরুতেই দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে নিবে। হাদীসে এসেছে, উম্মুল মো'মেনীন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ»

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং একটা কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। পরে তাঁর হাত মাটিতে ঘষে নিয়ে ধুয়ে ফেললেন। অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ও দু'হাত (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেনও সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছালেন। এরপর একটু সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর (গা মোছার জন্য) আমি তাকে একটি কাপড় দিলাম। কিন্তু তা নিলেন না। তিন দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। [বুখারী: ২৭৬, ইফা: ২৭৩, আধুনিক: ২৬৮]

৪. লজ্জাস্থান ধৌত করা

দু' হাত ধৌত করার পরের কাজ হলো শুধু বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধুয়ে নেওয়া। এতদসঙ্গে উরুর আশপাশ ও যেখানে যেখানে ময়লা থাকতে পারে সে অংশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবে। [বুখারী: ২৫৭]

৫. বাম হাত পরিষ্কার করে ফেলা

অতঃপর বাম হাত মাটিতে বা কোনো দেয়ালে ভালো করে ঘষামাজা করে (বা সাবান পানি দিয়ে) উত্তমরূপে ধৌত করে নিবে। [বুখারী: ২৭৪]

৬. ওযূ করা

এরপর নামাযের ওযূর মতো পরিপূর্ণভাবে ওযূ করে নিবে। [বুখারী: ২৪৮]

৭. মাথা ধৌত করা

ওযূর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে চুলগুলো ভালো করে ধুয়ে নিবে, যাতে সমস্ত চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছে। ভালোভাবে পানি পৌঁছানোর জন্য মাথায় খিলাল করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকি রয়েছে। অতএব, চুলগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নাও' (হাদীসটি দুর্বল)। প্রথমে পানি ঢালবে মাথার ডান পাশে, এরপর বাম পাশে, অতঃপর মাথার মধ্যখানে। [বুখারী: ২৫৮]

পুরুষদের দাড়ি ও মাথার চুল ভালোভাবে ভেজাতে হবে। একটি চুলও যদি শুকনো থাকে তাহলে এ জন্য দোযখের আগুনে ফেলা হবে (আহমদ ও আবূ দাউদ)। এ ভয়ে খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথার চুল কামিয়ে ন্যাড়া করে ফেলতেন। তবে মহিলাদের শুধু চুলের গোড়া ভেজালেই যথেষ্ট [মুসলিম]। তাঁদের খোঁপা বা বেনি খোলা জরুরি নয়।

৮. শরীর ধৌত করা

অতঃপর পানি ঢেলে শরীরের সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিবে। পানি ঢালবে প্রথমে ডান দিকে, পরে বাম দিকে। উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন,

«كَانَ النَّبِـيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِـيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِـيْ شَانِهِ كُلِّهِ»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন।" [বুখারী: ১৬৮]। কোথাও পানি না পৌঁছলে তিনি মাজাঘষা করে পানি পৌঁছাতেন।

৯. সবশেষে পা ধোয়া এবং ডান দিক থেকে শুরু করা

গোসলের জায়গা থেকে সরে এসে সর্বশেষ দু'পা ধুয়ে নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলের পর আর ওযূ করতেন না। [তিরমিযী: ১০৭, আবূ দাউদ: ২৫০, নাসাঈ: ২৫২, ইবনে মাজাহ: ৫৭৯]

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয তিনটি। যথা– ১. কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া, ৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

মাথার চুল, চুলের গোড়া ও নখ পরিমাণ কোনো অংশও শুকনো থাকলে এবং উপরে বর্ণিত কোনো একটা কাজ বাদ পড়লে গোসল হবে না।

গোসলের সুন্নাত

গোসলের পূর্বে ওযূ করা, ২. ময়লা পরিষ্কার করা, ৩. মাথায় তিন বার পানি ঢালা, ৪. শরীরের বাকি অংশে তিন বার পানি ঢালা, ৫. ডান দিক থেকে শুরু করা।

চ. মিসওয়াক

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে আলাদাভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

ছ. খাৎনা করা

খাৎনা করা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য শরী'আহর অন্তর্ভুক্ত একটি ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اِجْتَنَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً»

"আল্লাহর নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে খাৎনা করেছেন।"

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ﴾

"তারপর আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করো, যে ছিল একনিষ্ঠ।" [সূরা ১৬; নাহ্‌ল ১২৩]

খাৎনার হিকমত

খাৎনা হলো পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার সহায়ক। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি, শরীর সুস্থ রাখা এবং যৌন তৃপ্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির সুযোগ– এ সবই হলো খাৎনার হিকমত। খাৎনা বিলম্বজনিত কারণে অনেক শিশু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, যা খাৎনা করানোর পরই সেরে যায় এবং এরপর তার দৈহিক বৃদ্ধিও ঘটে।

খাৎনার হুকুম

খাৎনা করা সুন্নাত। এ মতের পক্ষে রয়েছেন– হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণ। অপর একদল বলেছেন, খাৎনা করা ওয়াজিব। এ মতের পক্ষে রয়েছেন শাফেয়ী মতাবলম্বী উলামায়ে কেরাম।

ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলীল উপস্থাপন করেন–

(ক) 'তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করো', সূরা নাহলের ১২৩নং আয়াতে কুরআনের এ নির্দেশকে তারা ওয়াজিব অর্থে দেখছেন।'

(খ) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ﴾

“ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তাঁর রব যখন কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তখন তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন।” [সূরা ২: বাকারা ১২৪]

সুনানে বায়হাকীতে উল্লেখ আছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দশটি কালেমা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। এর মধ্যে ১টি ছিল খাৎনা। আর পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রায়শ ওয়াজিব অর্থে এসে থাকে। এসব দলীলের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী রাহেমাহুল্লার অনুসারী ফকীহগণ খাৎনা করাকে ওয়াজিব বলেন।

তবে অধিকাংশ ফকীহ খাৎনাকে সুন্নাত বলেন, তাদের দলীল হলো–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ»

“খাৎনা করা পুরুষদের জন্য বিধিবদ্ধ একটি আইন, আর মেয়েদের জন্য তা সম্মানজনক।” [ইবনে আবী শাইবা– ৯/৮৯]

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ»

“কুফরীর চুল ছুড়ে ফেলে দাও এবং খাৎনা করা।” [আবূ দাউদ: ৩৫৬]

হানাফী ফকীহ ইমাম ইবনুল হুমাম বলেছেন, আমাদের নিকট খাৎনা করা সুন্নাত। [শরহে ফাতহুল কাদীর- ৭/৪২১]

মেয়েদের প্রসঙ্গ

ইসলামী শরী‘আতে মেয়েদেরও খাৎনা আছে বলে হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাছাড়া মিসরসহ আরব ও আফ্রিকার দেশসমূহের কোনো কোনো এলাকায় ও পরিবারে মেয়েদের মধ্যে খাৎনার প্রচলন রয়েছে।

খাৎনার বয়স

খাৎনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই। জন্মের সপ্তম দিন থেকে শুরু করে বালেগ হওয়া পর্যন্ত তা দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে। সালাত শুরু করা সংক্রান্ত একটি হাদীসের সাথে কিয়াস করে একদল ফকীহ সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে খাৎনা করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

সপ্তম দিবসে খাৎনা করা সুন্নাত কি না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সপ্তম দিনে মাথার চুল কাটা, আকীকা করা ও নাম রাখার সাথে তাদের খাৎনাও করিয়েছিলেন মর্মে বায়হাকী (৮/৩২৪) ও তাবরানীতে (১/১৭৬) দুটো হাদীস রয়েছে। কিন্তু হাদীস দুটোকে মুহাদ্দেসীনে কেরাম দুর্বল বলেছেন। তা ছাড়া অপর একদল ফকীহ বলেছেন, সপ্তম দিবসে খাৎনা করা ইহুদীদের অভ্যাস। অতএব, তাদের সাথে মিল রেখে সেদিন এটা করা মাকরূহ হবে।

লিঙ্গের যে পরিমাণ অংশ কর্তন করা আবশ্যক

লিঙ্গের মাথার অগ্রভাগ যে পরিমাণ অংশ বাড়তি চামড়া দিয়ে ঢেকে থাকে, এর পুরোটাই কর্তন করতে হবে। বাড়তি চামড়ার অভ্যন্তরে সুপাড়ির দানার মতো গোলাকৃতি অংশটুকুকে আরবীতে 'হাশফাহ' বলে। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, উক্ত হাশফার অর্ধাংশ বা কিছু অংশ উন্মুক্ত করলেই চলবে। কিন্তু ইমাম নববী রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, পূর্ণাঙ্গ চামড়া এতটুকু পরিমাণ কেটে ফেলতে হবে, যাতে করে হাশফাহ পুরোটাই খোলা থাকে।

খাৎনার বিবিধ মাসআলা

১. কোনো শিশু যদি মাতৃগর্ভ থেকেই লিঙ্গের মাথা খোলা অবস্থায় জন্ম নেয় তাহলে তার আর খাৎনা করার প্রয়োজন নেই।

২. কোনো শিশু এটাকে অতিরিক্ত ভয় করলে খাৎনা বিলম্বে করতে কোনো গোনাহ নেই।

৩. খাৎনার জন্য কোনো বালকের সতর খোলা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার রোগীর সতর খুলতে পারবে। তবে শুধু ঐ পরিমাণ খুলবে যতটুকু প্রয়োজন, এর বেশি নয়।

৪. শুধু তিন কারণে মানুষকে কষ্ট দেওয়া জায়েয। আর তা হলো–

(ক) তার উপকারের জন্য। যেমন– চিকিৎসা, অপারেশন ইত্যাদি।

(খ) বিধিসম্মত শাস্তি প্রদানের জন্য।

(গ) একান্ত প্রয়োজন অবস্থায়। এখানে খাৎনাজনিত কাজটি ঐ বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক। তাই খাৎনা তার জন্য কিছুটা কষ্টকর হলেও তা করা জায়েয।

৫. খাৎনাবিহীন ব্যক্তি ইমামতি করতে শরী'আতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

জ. আঙুলের গিরাসমূহ ধৌত করা

আঙুলের গিরাসমূহের মধ্যে কখনো কখনো ময়লা-আবর্জনা জমে থাকে। সে জন্য আলেমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এগুলো পরিষ্কার করা মুস্তাহাব।

ঝ. ইস্তিনজা করা

পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দ্বারা পবিত্র হওয়াকে বলে ইস্তিনজা। আর পাথর, মাটি বা টিস্যুপেপার দ্বারা পবিত্র হওয়াকে বলে ইস্তিজমার। উক্ত বিষয়ে পূর্ববর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে শেষ হলো আমাদের স্বভাবজাত সুন্নাতের আলোচনা। শরী'আহর এসব বিধিবিধান সহীহ সুন্নাহর আলোকে আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দিন এবং ভুলত্রুটি থেকে হেফাযতে রাখুন। আমীন।

সমাপ্ত